উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১০
সংখ্যা ৩
জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১১

জাতীয় বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী ২০১১ সম্পন্ন

দেশের প্রতিটি নাগরিককে নূন্যতম ১ টি করে গাছের চারা রোপণের আহ্বানের মধ্যে দিয়ে গত আগষ্ট মাসে সম্পন্ন হয়ে গেল জাতীয় বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী ২০১১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১০ জুন ২০১১ তারিখে ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৩ মাস ব্যাপী জাতীয় বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী ও বৃক্ষ মেলা ২০১১ উদ্বোধন করেন। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বন্যা, ঘূর্নিঝড়, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে দেশকে রক্ষা করার নিমিত্তে দেশের সর্বস্তরের নাগরিক সমাজ এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী ২০১১ এর অংশ হিসেবে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর উদ্যোগে ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা সহ আনোয়ারা, পটিয়া ও হাটহাজারী উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগীদের মাঝে ফলজ, বনজ ও ঔষধি জাতের ৫ হাজার গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ এবং বিতরণকৃত চারাসমূহ রোপণ ও সংরক্ষণের জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। গত ০৩ আগষ্ট ২০১১ তারিখে চট্টগ্রামের মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল প্রাঙ্গণে ১৫০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে চারা বিতরণ এবং আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা শামছুন্নাহার রহমান পরাণ ঘাসফুল পরিচালিত সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চসিক ২৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম টুলু। *(বাকী অংশ ২ এর পাতায়)*

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদ্‌যাপন

বন্দর নগরী চট্টগ্রামে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। "তথ্য - প্রযুক্তির ব্যবহারে, জানবে শিশু জগৎটাকে" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও চট্টগ্রামে কর্মরত এনজিও সমূহের যৌথ উদ্যোগে গত ৩ অক্টোবর তারিখে একাডেমী প্রাঙ্গণে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১১ এর উদ্বোধনী দিনে আলোচনা সভা, শিশুদের আনন্দ সমাবেশ, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। অনুষ্ঠনে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল এ) জনাব আনিছুর রহমান মিয়া। ৪ অক্টোবর বিশ্ব কন্যা শিশু দিবস পালন উপলক্ষ্যে শিশু সমাবেশ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় পরিচালিত নেস্ট কনসোর্টিয়ামের (ঘাসফুল, ইলমা ও ওয়াচ) উদ্যোগে নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৫ অক্টোবর সুবিধা বঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী শিশু সমাবেশ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং গত ৭ অক্টোবর প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের নিয়ে আনন্দ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ৮ অক্টোবর পুরস্কার বিতরণ ও সমাপণী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশু একাডেমী আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান মালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি গত ১০ অক্টোবর বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঘাসফুল এবং নেস্ট প্রকল্পের উদ্যোগে দিনব্যাপী অনুষ্ঠান মালার আয়োজন করা হয়। *(বাকী অংশ ২ এর পাতায়)*

এনডিবিএমপি প্রকল্পের আওতায় বায়োগ্যাস ওরিয়েন্টেশন

জাতীয় গার্হস্থ্য বায়োগ্যাস ও জৈব সার কর্মসূচী (এনডিবিএমপি) এর আওতায় গত ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও পটিয়া উপজেলায় বায়োগ্যাস গ্রাহক ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচী সম্পন্ন হয়। ইডকল (ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড) এর সহযোগিতায় ঘাসফুলের উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচীতে হাটহাজারী ও পটিয়া উপজেলার লক্ষিত জনগোষ্ঠী বায়োগ্যাসের উপকারিতা এবং প্রস্তুত প্রণালী ও ব্যবহার বিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে। *(বাকী অংশ ২ এর পাতায়)*

জাতীয় বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী ২০১১ সম্পন্ন

১ম পাতার পর - গত ৬ আগষ্ট হাটহাজারী উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব সেখ ফরিদ আহমেদ হাটহাজারী উপজেলায় ঘাসফুলের চারা বিতরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় উপজেলার বাণীপাড়া, রঙ্গীপাড়া, মেখল, ফকিরহাট, দক্ষিণ ফতেয়াবাদ, এপি এবি গোরা, ফতেয়াবাদ মহাকালী ও ফতেয়াবাদ রামকৃষ্ণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে মোট ২ হাজার গাছের চারা বিতরণ করা হয়। চারা বিতরণ কালে ঘাসফুল হাটহাজারী সদর, চৌধুরী হাট ও নজু মিয়া হাট শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দ সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের জুনিয়র এরিয়া ম্যানেজার নাজমুল হোসেন পাটোয়ারী।

বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচীর আওতায় পটিয়া উপজেলার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে মোট ২ হাজার গাছের চারা বিতরণ করা হয়। গত ৯ আগষ্ট পটিয়া উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেন ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় পরিচালিত ঘাসফুল শিক্ষার্থীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে গাছের চারা তুলে দেন। এই সময় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান। পরবর্তীতে লাখেরা, চাপড়া, দ্বীপকালামোড়ল, কোলাগাঁও, বাণীগ্রাম দৌলতীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়, কালারপোল উচ্চ বিদ্যালয়, সবুজবাগ কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

আনোয়ারা উপজেলায় ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী ২০১১ এর আওতায় আনোয়ারা, ঘাসখনা ও সিংহরা রামকানাই বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ৭৫০ টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি ঘাসফুল আনোয়ারা শাখার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগী সদস্যদের মাঝেও ২৫০ টি চারা বিতরণ করা হয়

বায়োগ্যাস ওরিয়েন্টেশন

১ম পাতার পর - গত ১৪ সেপ্টেম্বর হাটহাজারীস্থ ঘাসফুল সরকার হাট শাখার হলরুমে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচীতে বায়োগ্যাস সংশ্লিষ্ট ভিডিও চিত্র, গান ও নির্মাণ নির্দেশিকা প্রদর্শন করা হয়। ঘাসফুল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মসূচীতে আগত গ্রাহকদের বিভিন্ন অনুসন্ধানী মূলক প্রশ্নের জবাব দেন ইডকলের ট্রেনিং কো অর্ডিনেটর জনাব শহীদুল আলম। কর্মসূচী চলাকালে ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্র ও সরকারহাট শাখার কর্মকর্তাবৃন্দসহ এনডিবিএমপি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় পটিয়া উপজেলায় ঘাসফুল আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচী ১৫ সেপ্টেম্বর শিকলবাহাস্থ পশ্চিম পটিয়া ডেইরী এসোসিয়েশন কার্যালয়ে সম্পন্ন হয়। এসোসিয়েশানের সম্মানিত সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত হয়ে বায়োগ্যাসের উপযোগিতা ও কার্যকারীতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ইডকলের কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর জনাব সৈকত বড়ুয়া। সভায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পক্ষ হতে এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান আয়োজন ও প্রকল্প পরিচালনার জন্য ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১১ উদযাপন

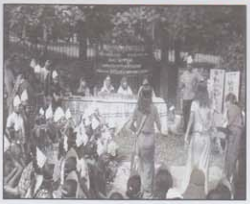

১ম পাতার পর - চট্টগ্রামের কাজীর দেউড়ীস্থ শিশু পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা শামছুন্নাহার রহমান পরাণ। তিনি বলেন, সুবিধা বঞ্চিত ও পথ শিশুদের জন্য সমাজের সকল স্তরের নাগরিকদের শিশুদের অধিকার আদায়ে অভিভাবক হিসাবে ভূমিকা পালন করতে হবে, না হয় আগামী প্রজন্ম গড়ে তোলা কঠিন হবে। আমন্ত্রিত অন্যান্য বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন- ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু,ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক নুর ই আকবর চৌধুরী, যুগান্তরের নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের নির্বাহী সদস্য ইয়াছমিন পারভীন, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা প্রমুখ । সুবিধা বঞ্চিত ও কর্মজীবি শিশুরা সকাল ১০টায় চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পর শিশু পার্কে বিনোদনের অংশ হিসেবে পার্কে বিভিন্ন রাইড ব্যবহার করে আনন্দ উপভোগ করে। কনকর্ড ও শিশু পার্কের সহযোগিতায় আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল স্যোশাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের পরিচালনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় এবং সর্বশেষ চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় । শিশু পার্ক ও কনকর্ডের সহযোগিতার অংশ হিসেবে শিশুদের জন্য একটি করে রাইড ফ্রি দেওয়া হয়।

সম্পাদকীয়

উপ সম্পাদকীয়

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

পৃথিবী নামক সৌরজগতের এই গ্রহটি বর্তমানে একটি অস্থির সময় অতিবাহিত করছে। ক্লাইমেট চেইঞ্জ, খাদ্য শস্যের স্বল্পতা, জ্বালানী সংকটসহ আরো বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে মানব জাতি আজ সত্যিই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাড়িঁয়ে আছে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই চ্যালেঞ্জ সমূহকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই ৭ শত কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এমন একটি ক্ষণে গত ১১ জুলাই সারাবিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে গেল বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০১১। "৭ শত কোটি মানুষের বিশ্বে-পরিকল্পিত পরিবার দেশ গড়ার অঙ্গীকার" এই প্রতিপাদ্যটির মধ্য দিয়ে সত্যিকার অর্থেই পৃথিবীর সকল সমস্যা মর্মমূল জনসংখ্যার আধিক্যকেই ইঙ্গিত করেছে। তবে অত্যধিক জনসংখ্যার কুফল সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করণের এই প্রক্রিয়া কোন নতুন বিষয় নয়। স্মরণাতীতকাল থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তথাপিও বিশ্বের সকল স্থানে সফল ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার দাবী করা হবে বাতুলতার নামান্তর। বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মত অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিস্ফোরণের পর্যায়ে চলে গিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া একটি ইস্যু বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী ও দাতা সংস্থা সমূহের বরাদ্দের কমতি নিয়েও কখনো তেমন কোন অভিযোগ শোনা যায়নি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণ ও সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও সমূহের এর মাঠ কর্মীরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে আসছে। তথাপিও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যে লক্ষ্যে এই সব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তার সত্যিকারের সুফল পাওয়া যায়নি। উল্টো ফি বছর জনসংখ্যা পূর্বের বছরের তুলনায় জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলছে। সীমিত ভূখন্ড, স্বল্প সম্পদ নিয়ে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর ভার বহন করা বাস্তবিক অর্থেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার ৪ দশক অতিবাহিত হওয়ার পরও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ার ময়না তদন্ত করা জরুরী। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবার সমূহে ছোট পরিবার গঠনের তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও দেশের সিংহভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এই কার্যক্রমের বাইরেই থেকে গিয়েছে। দরিদ্র জনসাধারণকে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের আওতায় আনার জন্য বিভিন্ন রকম প্রকল্প পরিচালনা করা হলেও পরিতাপের বিষয় হলো কোন প্রকল্পই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বয়ে আনতে সক্ষম হয়নি। অশিক্ষা, কুসংস্কার, বিনোদনের অভাব ইত্যাদি বিষয়কে জনসংখ্যা উর্ধ্বগতির জন্য দায়ী করা হলেও এই বিষয়গুলির সমাধানের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্নমুখী সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। সময়ের ব্যবধানে জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিতেও এসেছে ভিন্নতা। বিভিন্ন শ্রেনীর জনগোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন সহজতর পদ্ধতি ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সহজলভ্য করার জন্য সরকার, দাতা সংস্থা ও এনজিও সমূহের উদ্যোগে বিভিন্নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু কোন উদ্যোগই লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ সফলতা লাভ করতে পারেনি। তাই সময় এসেছে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন কোন পরিকল্পনা বা নীতি বাস্তবায়নের। বিশেষ করে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মহান জাতীয় সংসদে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আইন পাশ করার মধ্যে দিয়ে এই সমস্যার আশু সমাধান বাঞ্চণীয়। বিশ্বের সবচেয়ে বেশী জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ চীনের আদলে ঘোষণা করা যেতে পারে ২ এর অধিক সন্তান লাভের জন্য রাষ্ট্রীয় অনুমতি বাধ্যতামূলক। নচেৎ তা আইনে অপরাধ বলে গণ্য হবে। সংশ্লিষ্ট সকলেই কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখতে পারেন। কারণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল পদক্ষেপই ব্যর্থ হয়ে যাবে যা আমাদের কারো কাম্য নয়।

নবায়নযোগ্য জ্বালানী : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৮০ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক ও কৃষিনির্ভর দেশ। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ধলেশ্বরী, কুশিয়ারা, তিস্তা, কর্ণফুলী ইত্যাদি নদী জালের মত জড়িয়ে রেখেছে এই দেশকে। দেশের অধিকাংশ ভূমিই সমতল এবং ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। কিন্তু আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে শুধু মাত্র প্রকৃতি প্রদত্ত উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদ দিয়ে দেশের সকল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার সমূহের জোগান দেওয়া এক কথায় অসম্ভব ফলে নজর দিতে হয়েছে কৃত্রিম ও আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, গরু ও হাঁস মুরগী পালন, চিংড়ি চাষ সহ অন্যান্য বিকল্প উপায়ের দিকে। বিকল্প পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত জ্বালানী ও শক্তির উৎস । কিন্তু ঐতিহ্যগত ভাবেই আমাদের দেশে শক্তি ও জ্বালানীর উৎস সীমিত। দেশের শতকরা ৫৫ ভাগ শক্তি আহরণ করা হয় ধানের তুষ, গরুর গোবর, পাঠকাঠি ও জ্বালানী কাঠ হতে। এর অধিকাংশই ব্যবহার করা হয় রান্নার কাজে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ, গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্যসমূহ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাপ্তির একটি উর্বর স্থান মনে করা হলেও তেল ও কয়লা স্বল্পতার কারণে বিকল্প হিসেবে গ্যাসের ব্যবহার এর রিজার্ভের পরিমাণ আশংকাজনকহারে কমে আসছে। পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য ব্যবহার করা হয় পরিবহন ও গ্রামে তেলের কুপি জ্বালানোর কাজে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৩০ শতাংশ বৈদ্যুতিক বাতির আওতায় এসেছে। সমতল ভূমি হওয়া সত্ত্বেও এই দেশে হাইড্রোইলেকট্রিক শক্তি সরবরাহের একটি প্রধান উৎস। কিন্তু উৎপাদনের তুলনায় ব্যবহারের পরিমাণ অনেক বেশি এবং উৎপাদন খরচও অনেক বেশি হওয়ায় দেশের সার সহ আরো বিভিন্ন কলকারখানায় গ্যাস ব্যবহারের প্রচলন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী তেলের ঘন ঘন মূল্য বৃদ্ধি আমাদের দেশের শক্তি সংকটকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছে। একদিকে জ্বালানী চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি অপরদিকে জ্বালানীর মূল্য বৃদ্ধি, অপ্রাপ্যতা ও স্বল্পতা দেশকে একটি ভয়াবহ সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই বাস্তবতার নিরিখে দাঁড়িয়ে নবায়নযোগ্য শক্তি (Renewble Energy) উৎপাদন বর্তমান সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য ও স্থায়ী সমাধান বলে মনে করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সৌর বিদ্যুৎ, বায়ু, বায়োমাস ও বায়োগ্যাস হতে প্রায় ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতিমালা অনুমোদন করা হয়েছে। এই নীতিমালার আওতায় ২০১৫ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ এবং ২০২০ সালের মধ্যে উৎপাদনের ১০ ভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানী হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশ ব্যাপী সৌরশক্তি ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। যার প্রেক্ষিতে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানী হতে ৮০০ মেগাওয়াট এবং ২০২০ সালের মধ্যে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। বিশেষ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও দাতা সংস্থার সহযোগিতায় ইডকল (ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড) পরিচালিত এনডিবিএমপি (National Domestic Biogas & Manure Programme) *(বাকী অংশ ৫ এর পাতায়)*

গ্লোবাল ফান্ডের আওতায় এইডস প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক ভিডিও শো

পোশাক কারখানার শ্রমিকদের মাঝে এইডস বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্লোবাল ফান্ডের আওতায় ঘাসফুলের উদ্যোগে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ৩ মাসে (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১১) বন্দর নগরী চট্টগ্রামে ফারমিন, ক্ল্যাসিক, আনোয়ারা, স্পোর্টস ওয়্যার, সানড্রি, ডে এ্যাপারেলস ও এমটিএস গার্মেন্টস এর শ্রমিকদের মাঝে জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ১৬৬ টি ব্যাচের মাধ্যমে ৪৭৫ জন পুরুষ ও ২৫৮০ জন মহিলা সহ মোট ৩ হাজার ৫৫ জন পোশাক শ্রমিককে এইডস প্রতিরোধে জীবন দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত পোশাক শ্রমিকরা বসবাসরত বিভিন্ন পাড়া ও মহল্লায় ১৯২ টি ভিডিও শো পরিচালনার মধ্যে দিয়ে ৫ হাজার ৮ শত ৫৫ জনকে এইডস সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। উক্ত কার্যক্রমে ৭ শত ৫৭ জন পুরুষ ও ৫ হাজার ৯৮ জন মহিলা উপস্থিত ছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন জিএফটিএম ৯১২ " প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের আওতায় ইপসার সহযোগিতায় ঘাসফুল উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

মাইম প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র জীবন বীমা

ঘাসফুল উন্নয়ন কর্মকান্ডের লক্ষিত নিবর্বিত্ত, দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগী সদস্যদের হঠাৎ বিপদাপন্নতার ঝুকি থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ঘাসফুল মাইম প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র জীবন বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইনাফি বাংলাদেশের সহযোগিতায় গত ২০১০ সাল হতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা সহ আনোয়ারা, হাটহাজারী ও পটিয়া উপজেলায় উক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৮ শত ৬৩ জন জীবন বীমা পলিসি গ্রহণ করে। পলিসি গ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রিমিয়াম হিসেবে আদায় করা হয় ২০ লক্ষ ১২ হাজার ৮ শত ৫০ টাকা।

শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও শিক্ষা কার্যক্রম সংবাদ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার ২৮ নং ওয়ার্ড পূর্ব মাদারবাড়ী এলাকায় অবস্থিত সেবক কলোনীতে বসবাসরত হরিজন সম্প্রদায়ের শিশুদের মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঘাসফুল উক্ত এলাকায় শিশু বিকাশ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় হরিজন সম্প্রদায়ের শিশুদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। শিশুদেরকে সেবক কলোনী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং তারা যাতে নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করে সেই জন্যও ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র সদা তৎপর। এই ছাড়াও কেন্দ্রের কার্যক্রমের আওতায় সেবক কলোনীর শিশুদের জন্মনিবন্ধন সহ সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলতক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিশু বিকাশ কেন্দ্রের পাশাপাশি ঘাসফুল শিক্ষা বিভাগ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নিজস্ব অর্থায়নে ৮ টি এনএফপিই ক্লাস পরিচালনা করছে। গত জুলাই মাসে ক্লাস সমূহে অধ্যয়নরত ২৪০ জন শিক্ষার্থীর যান্মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সিটি কর্পোরেশন এলাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল গ্রামীণ শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্যোগে পরিচালিত ৫ টি এনএফপিই ক্লাসে ১৫০ জন শিশু নিয়মিত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

আলোকিত কৈশোর আলোকিত আগামী এডোলোসেন্ট সেন্টার সংবাদ

মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় কৈশোরকাল। দেশের প্রতিটি মানব সন্তানের কৈশোরকাল আলোকিত করা গেলে আগামীর সম্ভাবনাগুলোও আলোকিত করা যাবে। কর্মএলাকার কিশোর-কিশোরীদের বিশেষ করে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের কৈশোর আলোকিত করে তোলার লক্ষ্যে ঘাসফুল নিজস্ব অর্থায়নে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২ টি এডোলোসেন্ট সেন্টার পরিচালনা করছে। সেন্টার সমূহে ৬০ জন কিশোর - কিশোরী জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ সহ আরো বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছে। গত ৩ মাসে (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১১) সেন্টারের সদস্যদের অংশগ্রহণে ৬ টি ইস্যুভিত্তিক ও ১২ টি মাসিক মিটিং সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন রোগের টিকা, নারী, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের অধিকার, যৌন নিপীড়ন, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, বিবাহ নিবন্ধন সহ ৬ টি ইস্যুতে অনুষ্ঠিত সভা সমূহে কর্মএলাকার কিশোর-কিশোরী সহ তাদের অভিভাবকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি নিরাপদ পানি, বয়ঃসন্ধির ধারণা, জন্ম নিবন্ধন, স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন, নারী পুরুষ সমতা, সহ আরো বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইস্যুতে মাসিক সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে গত তিন মাসের (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১১) ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম সমূহ - **প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম**

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
ক্লিনিক্যাল সেবা	১৯০৪ জন রোগীকে ২৪ টি স্থায়ী ক্লিনিক সেশন এবং ৩৯ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই)	মোট টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৬৯৪ জন। এর মধ্যে মহিলা গ্রহীতার সংখ্যা ২৯৭ জন এবং শিশু গ্রহীতার সংখ্যা ৪৭৭ জন।
পরিবার পরিকল্পনা	মোট গ্রহীতার সংখ্যা ২৮৭৮ জন। এদের মধ্যে ৩৮৪ জন ইনজেকশন, কনডম ৯২২ জন, পিল ১৫৭০ জন, সিটি টিকা ০১ জন এবং লাইগেশন (রেফারেল) ২৩ জন।
নিরাপদ প্রসব	ঘাসফুলে কর্মরত প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ১১৪ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে। তার মধ্যে ৬৩ জন ছেলে শিশু এবং বাকী ৫১ জন মেয়ে শিশু।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	কর্মএলাকার ৩০ টি গার্মেন্টস এর মোট ৫৪৩৩ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ১১০২ জন এবং মহিলা ৪৩৩১ জন।

৩ এর পাতার পর - বিকল্প জ্বালানী - প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

(জাতীয় গার্হস্থ্য বায়োগ্যাস ও জৈব সার কর্মসূচী) প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা সমূহের মাধ্যমে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও এর বায়োগ্যাসের উপযোগিতা লক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রায় ৪০ হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। জ্বালানী উৎপাদনের পাশাপাশি বায়োগ্যাসের রয়েছে বহুবিধ উপকারীতা। বায়োগ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত গরু/ মহিষের গোবর ও মুরগীর বিষ্ঠা একটি নির্দিষ্ট সময় পরে উৎকৃষ্ট মানের জৈব সারে পরিণত হয়, যা জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়ে আনতে সহায়তা করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়া সহ আরো বিভিন্ন কারণে আমাদের দেশের নিম্নাঞ্চল তথা সমতল ভূমিতে আগের মত বন্যা দেখা যায়না। ফলে জমিতে পলি মাটি জমে উর্বরতা শক্তি অক্ষুন্ন থাকার সম্ভাবনা এখন আর নেই বললেই চলে। ফলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের রাসায়নিক সারের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু রসায়নিক সার ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা ইতোমধ্যেই জমির উর্বরতা শক্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিকল্প পদ্ধতি ভাবতে শুরু করেছেন। বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের কাঁচামাল সমূহ রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের জন্য ইডকলের সহযোগী সংস্থা সমূহ বিভিন্ন রকম গবেষণা ও নিরীক্ষা পরিচালনা করছে। BARI (Bangladesh Rice Research Institute) ইতোমধ্যেই এটিকে একটি উৎকৃষ্ট মানের জৈব সার বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। পশু / পাখির, গোবর / বিষ্টা সরাসরি জমিতে ব্যবহারের চেয়ে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট হতে নির্গত স্লারী জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিতে অনেক বেশী কার্যকরী বলে সংশ্লিষ্ট সকলেই একমত হয়েছেন। সার হিসেবে জমিতে ব্যবহারের পাশাপাশি স্লারী একটি উৎকৃষ্ট মানের মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। দেশের বনজ সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রেও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। একটি সু আবাসযোগ্য ভূখন্ড গড়ে তোলার জন্য দেশের মোট ভূখন্ডের ২০ ভাগ বনভূমি থাকা বাঞ্ছনীয়। বিপরীতে আমাদের দেশে বর্তমানে ১৪ ভাগ বনভূমি রয়েছে। তাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা ঠেকানোর জন্য বায়োগ্যাস হতে পারে সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা। তা ছাড়াও কয়লা বা কাঠের চুলাতে রান্না করার ফলে গ্রামীণ মহিলাদের যে পরিমাণ শারীরিক ক্ষতি হয় তা ধূমপানের ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ। বায়োগ্যাস ব্যবহারের ফলে নারী স্বাস্থ্য হুমকি থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি রান্নার কাজে ব্যয় করা সময়ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়। ফলে এই বাড়তি সময়টুকুতে তারা সন্তানের দেখাশোনা করা সহ সামাজিক ও বিনোদনমূলক কাজে সময় ব্যয় করতে পারে। আমাদের দেশে কৃষকের আঙ্গিনায় বা বাড়ীর পাশে খোলা অবস্থায় গোবর ও বিষ্ঠা পড়ে থাকতে দেখা যায়। যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ । বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট জনপ্রিয় করা গেলে এই পরিস্থিতিও পরিবর্তন করা সম্ভব। মোটের উপর বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এমন একটি সহজ ও উপকারী প্রযুক্তি যা একদিকে দেশের জ্বালানী চাহিদা মেটাবে অন্যদিকে নারী স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা হবে এবং জৈব সারের ব্যবহারের মাধ্যমে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাবে 'ফলশ্রুতি স্বরূপ ফলন বৃদ্ধি পাবে ও নিশ্চিত হবে খাদ্য নিরাপত্তা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে চীনের মত শিল্পোন্নত দেশেও বায়োগ্যাস একটি কার্যকরী পন্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল ইডকলের সহযোগিতায় এনডিবিএমপি প্রকল্প (২০১০-১২) এর আওতায় ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কর্মএলাকায় ৬ শত বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও এগিয়ে চলছে। তথাপিও এই প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে। যন্ত্রচালিত লাঙ্গলের ব্যবহারের ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে গরু মহিষ পালনের প্রবণতা কমে আসছে। ফলে বায়োগ্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করা গ্রামের অনেক কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয়না। তা ছাড়া নির্মাণ সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে গ্রামের অনেক কৃষকের পক্ষে প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট প্রদান করা সম্ভব হয়না। নারীরাই বায়োগ্যাসের বড় উপকারভোগী তাই পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ঘরের কর্তারা শুধু রান্নার জন্য এক সাথে ৩৫-৪০ হাজার টাকা ব্যয় করা এক ধরনের বাহুল্য মনে করে। সীমাবদ্ধতা সত্বেও দেশের বর্তমান বাস্তবতায় বায়োগ্যাস একটি সময়োপযোগি প্রযুক্তি। যতদ্রুত সম্ভব এই প্রযুক্তিকে কৃষকের দৌরগোড়ায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী ভাবে আর্থিক সহযোগিতার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। যাতে করে প্রাথমিক বিনিয়োগের জন্য কৃষককে কোন ধরনের সমস্যায় পড়তে না হয়। স্লারী রক্ষণা-বেক্ষণ ও বাজারজাত করণের সহজ উপায় নির্ধারণ করতে হবে অতি দ্রুত যাতে প্ল্যান্ট মালিক গ্যাসের সুবিধার পাশাপাশি সার বিক্রির মাধ্যমে প্রতিমাসে নগদ অর্থ উপার্জনের নিশ্চয়তা পায়। গরু, মহিষ, হাঁস, মুরগী পালনের জন্য কৃষক পর্যায়ে আর্থিক প্রণোদনা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যাতে প্ল্যান্ট পরিচালনার জন্য কাঁচামাল সরবরাহে কোন ধরনের বিঘ্ন না ঘটে। আমাদের শক্তির উৎস ও বনভূমির পরিমাণ দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। পরিবেশ ও বনভূমি রক্ষা, জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও আর্থিক ভারসাম্য নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বায়োগ্যাস প্রযুক্তিকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রযুক্তি হিসেবে সকলের কাছে চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক জনসচেতনতা। সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য সরকারের পাশাপাশি এনজিও সমূহ বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে এবং সরকারী ভাবে প্ল্যান্ট মালিকের জন্য আর্থিক প্রণোদনার বিষয়টি জাতীয় বাজেটে ঘোষণা করে তা সর্বস্তরের নাগরিক সমাজের নজরে আনা অতি জরুরী। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিকল্প জ্বালানী জনপ্রিয় করে তোলা এখন অনেকটাই সময়ের দাবী।

স্মৃতির পাতায়

মরহুম মোশাররফ হোসেন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক ও ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসেন গত ২০০৯ সালের ৬ জুলাই তারিখে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মরহুম মোশাররফ হোসেন ২০০৫ সাল হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব পালন কালীন সময়ে ঘাসফুলের অগ্রযাত্রায় তাঁর অবদানের কথা ঘাসফুল পরিবারের সদস্যদের স্মৃতির পাতায় চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

মরহুম এম এল রহমান

১৯৭২ সালে যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মরহুম লুৎফুর রহমান ঘাসফুলের রিলিফ ওয়ার্ক ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে পৃষ্ঠপোষকতা করা শুরু করেন। ঘাসফুলের কার্যক্রমের প্রতিটি অধ্যায়েই মরহুম এম এল রহমানের অবদান চিরস্মরণীয়। ২০০০ সালের ১ আগষ্ট তারিখে এই কীর্তিমান পুরুষ সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঘাসফুল সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ভূমিকা রাখেন। তাঁর এই অবদান অনন্ত সময় ধরে ঘাসফুল পরিবারের প্রতিটি সদস্যের স্মৃতির জানালায় উঁকি দিবে।

মরহুমা শাহানা আনিস

১৯৯৩-২০০৩ সাল পর্যন্ত ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করা বিশিষ্ট সমাজকর্মী মরহুমা শাহানা আনিস ২০০৮ সালের ২২ আগষ্ট পরলোক গমন করেন। ২০০৩ সাল হতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঘাসফুল উপদেষ্টা কমিটির সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সুদীর্ঘ ১৫ বছরের দায়িত্ব পালন কালে ঘাসফুলের অগ্রযাত্রায় তিনি যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তা ঘাসফুল সদস্যদের স্মৃতির কোঠায় জমা থাকবে।

জীবনের নতুন স্বপ্ন বোনায় ব্যস্ত সাজিয়া বেগম

মনের কোনে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট স্বপ্নগুলি আজ একটু একটু করে আলোর মুখ দেখছে । আর তার জন্য করতে হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম । অত্যন্ত স্বপ্নবিলাসী অথচ বাস্তববাদী চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার শিকলবাহা গ্রামের পরিশ্রমী কৃষক আবুল হাশেমের স্ত্রী সাজিয়া বেগম । ৩ ছেলে ও ১ মেয়েকে নিয়ে এই পরিশ্রমী দম্পতির সংসার। গ্রামের অন্যান্য নিম্নআয়ের কৃষক পরিবারের মত এই দম্পতিও সংসারের সকলের জন্য সারাবছরের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম ছিলো। কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট না হয়ে আবুল হাশেম উন্নত জীবনের আশায় মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ী জমান । কিন্তু তাতেও মন ভরেনি এই দম্পতির। কিছু নগদ অর্থ জমিয়ে তিনি কয়েক বছর পর সে আবার দেশে ফিরে আসে। এবং মনে মনে সংকল্প করে বিদেশ থেকে অর্জিত অর্থ কৃষি খাতে বিনিয়োগ করা গেলে জীবনের মোড় ঘুরানো খুব কঠিন হবেনা। কিন্তু নিজেদের বসবাসের জন্য একটি আধাপাকা ঘর তৈরী করার ফলে সঞ্চিত অর্থ অনেকটাই শেষ হয়ে যায়। তাই নানামুখী কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য আরো কিছু নগদ অর্থের প্রয়োজন পড়ে। স্বামীর সাথে জীবন যুদ্ধে শরিক হওয়ার ইচ্ছে সাজিয়া বেগমের বহু দিনের। এই যুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে সাজিয়া ব্যবহার করে পিকেএসএফ (পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন) এর সহযোগিতায় ঘাসফুল পরিচালিত কৃষি খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী হতে গৃহীত ২০ হাজার টাকা। গৃহীত ঋণের সমুদয় অর্থ বিনিয়োগ করা হয় গাভী পালন প্রকল্পে । ঘাসফুল কালারপোল শাখার ক্রেডিট অফিসার শামছুন্নাহার ও শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ নূর হোছাইন প্রকল্পের সফলতার জন্য সাজিয়া বেগমকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দিক - নির্দেশনা প্রদান করেন । সুফল পেতেও সাজিয়ার খুব বেশি সময় লাগেনি। শুরু থেকেই তিনি প্রতিদিন প্রায় ২০ কেজি দুধ সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। দুধ বিক্রির লভ্যাংশ ও ঘাসফুল থেকে গৃহীত ২য় ও ৩য় দফার ঋণের অর্থ দিয়ে তিনি আরো গাভী ক্রয় করেন। বর্তমানে তাদের খামারে ৭টি গাভী ও ৩টি বাছুর আছে । গাভী পালনের পাশাপাশি তিনি ছাগল পালন করছেন । খামারের গোবর পরিকল্পিতভাবে কৃষিতে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করায় তার কৃষি উৎপাদনও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় গো-খাদ্যের জন্য উন্নতজাতের বিদেশী ঘাসের চাষ করছেন প্রায় ১ একর জমিতে । প্রতি ৩ মাস পরপর ঘাস কাটা হয় এবং অতিরিক্ত ঘাস বিক্রি করে বাড়তি আয়ের সংস্থান হয় । এরই মধ্যে এই দম্পতি একটি সুপারীবাগান ও ফলজ গাছসহ এক খন্ড জমির মালিকানা লাভ করেছেন । পাশাপাশি নিজ পুকুরে মাছের পোনাও ছেড়েছেন । বিভিন্ন জায়গায় করছেন শিম , কচুসহ বিভিন্ন সবজির চাষ । শুধুমাত্র পরিশ্রম, মনোবল ও যথাযথ দিকনির্দেশনা পেলেই যে কেউ এত সফলতা অর্জন করতে পারে তা সাজিয়া বেগমের জীবন চিত্র পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় । এতেই থেমে নেই সাজিয়া দম্পতি নিজেদের জীবন যাত্রার পদ্ধতি আরো উন্নত করার লক্ষ্যে ইডকলের সহযোগিতায় ঘাসফুল পরিচালিত এনডিবিএমপি প্রকল্পের আওতায় নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় ২ ঘনমিটারের একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণ করেছেন। যা দিয়ে তারা বর্তমানে দৈনিক ৬-৭ ঘন্টা গ্যাসের চুলা জ্বালাতে পারে। হাসি - আনন্দে আজ ভরপুর সাজিয়া বেগমের সংসার। অর্থের অভাবে এই দম্পতি বড় ছেলেকে ৫ম শ্রেনীর পর পড়ালেখা করাতে পারেনি। কিন্তু বর্তমানে সাজিয়ার মেয়ে আইন বিষয়ে স্নাতক শ্রেণীতে অধ্যয়রনত। নতুন করে সাজাচ্ছেন নিজের সংসার । জীবন আজ তার আমূল পাল্টে গেছে।

কৃষিই সমৃদ্ধি

পরুল চাষে হামিদুলের মুখে সুখের হাসি

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার পশ্চিম দেওয়ান নগর নিবাসী হামিদুল হক নামে এক যুবক পরুল চাষ করে সুখের হাসি হেসেছেন। ৩ মেয়েসহ স্বামী - স্ত্রী মিলে হামিদুলের সংসার । খুব বেশি উপার্জন না হওয়ায় হামিদুল হককে তার পরিবার চালাতে গিয়ে রীতিমত হিমশিম পোহাতে হতো। কিন্তু পরিকল্পিত কৃষির বদৌলতে হামিদুলের জীবনেও দিন বদলের হাওয়া লেগেছে। ঘাসফুল পরিচালিত কৃষি খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী হতে ১০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে ৮০ শতাংশ জমি বর্গা নিয়ে সব্জি চাষ শুরু করে হামিদুল। কঠিন মাটির বুক চিরে সোনা ফলানোর নেশায় পেয়ে বসে হামিদুলকে । ৪র্থ দফায় ঘাসফুল হতে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এই মৌসুমে হামিদুল ১৬০ শতাংশ জমিতে পরুল (ধুন্দল) সহ অন্যান্য শাক সব্জির চাষ করছেন। দৈনিক প্রায় ৭০০ - ৮০০ টাকার মত সবজি বিক্রি করেন। এতে তার মাসিক নীট লাভ ১০ - ১২ হাজার টাকা । শুধু তাই নয়; সব্জি চাষের লভ্যাংশ দিয়ে ২ টি হালের গরুও কিনেছেন। পারিবারিক জীবনে এনেছেন স্বনির্ভরতা।

পোলট্রি ফার্ম বেশী লাভ

আনোয়ারা উপজেলায় ঘাসফুল ২০৬ নং সমিতির ১ নং সদস্য মরিয়ম বেগম পোলট্রি ফার্ম প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে ফিরিয়ে এনেছেন পরিবারের সুদিন। স্বামী সিরাজুল ইসলামের মৃত্যুর পর থেকে মরিয়ম ৫ সন্তানের ভরণপোষণ সহ সংসারের অন্যান্য খরচ জোগাতে হিমশিম খেতেন। নিজের ২ সন্তান কৃষি কাজে সম্পৃক্ত থাকলেও পারিবারিক স্বচ্ছলতা আনতে সক্ষম হয়নি। এমতাবস্থায় মরিয়ম ঘাসফুল কৃষি খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী হতে ২০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় একটি পোলট্রি ফার্ম চালু করে। এই ফার্ম হতে মরিয়ম ৮ মাসের ব্যবধানে ৪০-৪৫ মণ মুরগী বিক্রি করে যার পাইকারী বাজার মূল্য প্রায় ১৯ হাজার টাকা। বিক্রির পরও তার ফার্মে বর্তমানে আরো ৫০-৫৫ মণ মুরগী রয়েছে। যার বাজার মূল্য ঘাসফুল থেকে গৃহীত ঋণের প্রায় দ্বিগুন। লাভের অর্থ দিয়ে মরিয়ম এক খন্ড জমি বন্ধক নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। যাতে তার সন্তানেরা ধান চাষ করে সারাবছরের অন্নের সংস্থান করে নিতে পারে।

সমন্বিত সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম এর সর্বশেষ চিত্র

১৯৮৭ সালে এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় ঘাসফুল পরীক্ষামূলক ভাবে সমন্বিত সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সচেতনতা মূলক কর্মসূচী পরিচালনার মধ্যে দিয়ে বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করাই ছিলো এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে ২০০৫ সাল হতে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে ঘাসফুল কর্মএলাকায় সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে এর পরিধি বিস্তৃত করতে থাকে। কার্যক্রমের সর্বশেষ (৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১) চিত্র নিম্নরুপ :

সমিতির সংখ্যা	- ৩৩২১ টি
সমিতির সদস্য সংখ্যা	- ৪৭৫৩৭ জন
সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ	- ২১৬৬৮৬২৭৭ টাকা
ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	– ৩৬৭৫২ জন
ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ	- ৩২০৮১৫৪৪০০ টাকা
ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায়	- ২৮২২৪৩১৪৩৭ টাকা
সর্বমোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ	-৩৮৫৭২২৯৬৩ টাকা

ডিএফআইডি প্রতিনিধির নেস্ট প্রকল্প পরিদর্শন

৮ম পাতার পর - ঘাসফুল, ইলমা ও ওয়াচের সিইও যথাক্রমে আফতাবুর রহমান জাফরী, জেসমিন সুলতানা পারু, নুর ই আকবর চৌধুরী নেস্ট কার্যালয়ে প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান। এই সময় প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং সাজ্জাদ হোসেন খান। সফরকারী দলের প্রতিনিধিবৃন্দ প্রকল্পের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য পরিচালিত এন এফ ই সেন্টার রউফাবাদ এলাকার গোলাপ স্কুল এবং বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরে আসা শিশুদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় স্কুলের শিশুরা প্রতিনিধি বৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন এবং শিশুদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অতিথিরা উপভোগ করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

৮ম পাতার পর - চুক্তি স্বাক্ষর শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. মনজুর উল আমিন চৌধুরী ঘাসফুলের এই পদক্ষেপ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, ঘাসফুল ২০০৯ সাল থেকে পিসি লিংকের সহায়তায় অর্নিবাণ সফটওয়্যারের আওতায় ঘাসফুলের প্রধান কার্যালয় সহ ২ টি শাখা কার্যালয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার ডেভেলোপমেন্টের কাজ করে আসছে।

এক নজরে ঘাসফুল পল্লীতথ্যকেন্দ্র

২০০৭ সালে ডেভেলোপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক (ডি.নেট) এর সহযোগিতায় হাটহাজারী উপজেলার সরকারহাটে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে তথ্য প্রযুক্তির সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১০ সালের এপ্রিল মাস হতে ঘাসফুল নিজস্ব অর্থায়নে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ সাল পর্যন্ত পল্লীতথ্য কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য সেবা ও এর উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নরুপ :

সেবার নাম	সেবা গ্রহীতা (পুরুষ)	সেবা গ্রহীতা (মহিলা)	মোট
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৯৭	৪২	১৩৯
হেলপলাইন	৪৫	৯৬	১৪১
ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট	২৩৩	৪৩	২৭৬
জীয়নভিত্তিক তথ্য সেবা	৪৮৭	৯১৮	১৪০৫
ইস্যুভিত্তিক ক্যাম্প	১৮৭	৭৩৪	৯২১
সরকারী ফরম বিতরণ	৭	২১	২৮
ছবি তোলা ও অন্যান্য	১৩২৬	১৪০৫	২৭৩১
সর্ব মোট	২৩৮২	৩২৫৯	৫৬৪১

সঞ্চয় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগী সদস্যদের বীমা দাবী পরিশোধ

গত ৩ মাসে (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১১) ঘাসফুল সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মোট ২১ জন উপকারভোগী মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁদের ঋণস্থিতির পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৭ শত ৩৪ টাকা। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং আনোয়ারা, হাটহাজারী উপজেলায় অবস্থিত মাদারবাড়ী ১,২, ৬ নং শাখা এবং কালারপোল, সরকারহাট, পতেঙ্গা, হালিশহর, পটিয়া সদর, চৌধুরীহাট, দেওয়ানবাজার, চান্দগাঁও ও হাটাহাজারী সদর শাখার শাখার ১৭ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। পাশাপাশি কুমিল্লা পদুয়ার বাজার ও নওগাঁ সদর শাখার ৪ জন ঋণী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীকালীন সময়ে উপকারভোগীদের ঋণের দেনা মওকুফ করে দেওয়া হয় যা ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধযোগ্য। এছাড়াও ঘাসফুলের পক্ষ থেকে শোক বিহ্বল পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ এবং মৃত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

মাইক্রো-ক্রেডিট রেগুলারিটি অথরিটি (এমআরএ) নির্দেশনা অনুসারে ক্রমহ্রাসমানহারে সার্ভিস চার্জ আদায়ের পদ্ধতি সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের কর্মকর্তাদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার লক্ষ্যে ঘাসফুল গত জুন মাস হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা গত ১০ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। হাটহাজারী সদর শাখায় অনুষ্ঠিত ১০ সেপ্টেম্বরের ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলায় অবস্থিত ঘাসফুল সরকারহাট, চৌধুরীহাট, হাটহাজারী সদর ও নজুমিয়াহাট শাখার ক্রেডিট অফিসারবৃন্দ। ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখের ওরিয়েন্টেশনে চসিক এলাকায় অবস্থিত ঘাসফুলের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচী সমূহে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন ঘাসফুলের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপক আবু করিম ছামি উদ্দিন।

ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩, জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১১

ডিএফআইডি সদর দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দের নেস্ট প্রকল্প পরিদর্শন

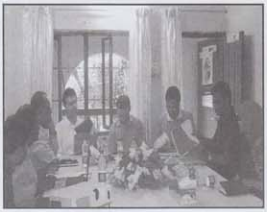

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থা ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) এর ২ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঘাসফুল পরিচালিত নেস্ট প্রকল্পের কার্যালয় ও প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।ডিএফআইডি সদর দপ্তরের Independent Commission for Aid Impact (ICAI) টিম এর সদস্য চার্লি ডিকেন ও এন্ড্রু লুকাসের দিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বিষয়ে ধারণা লাভ, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কমিটি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় এবং সরেজমিনে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা। *(বাকী অংশ ৭ এর পাতায়)*

৭ শত কোটি মানুষের বিশ্বে - পরিকল্পিত পরিবার দেশ গড়ার অঙ্গীকার

৭ শত কোটি মানুষের বিশ্বে - পরিকল্পিত - পরিবার দেশ গড়ার অঙ্গীকার এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রামেও পালিত হয়ে গেল বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস - ২০১১। এই দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে গত ৭ জুলাই তারিখে চট্টগ্রামে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের উদ্যোগে দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ও চট্টগ্রামে কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় পরিচালিত উক্ত র‍্যালীতে সরকারী ও এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দসহ সর্বস্তরের নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সহকারী, নার্স ও ধাত্রীবৃন্দ ব্যানার ও প্লেকার্ড নিয়ে র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালী শেষে চট্টগ্রামস্থ লায়ন্স ফাউন্ডেশন চক্ষু হাসপাতালের হালিমা রোকেয়া - মেমোরিয়াল হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পাশাপাশি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের জন্য তৃণমূল জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন রকম সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কার্যক্রমের মধ্যে ছিলো আলোচনা সভা, মতবিনিময় ও ছোট পরিবার-সুখী পরিবার বিষয়ক ক্যাম্পেইন। সংস্থার প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সহকারী, কমিউনিটি মবিলাইজার, নার্স ও ধাত্রীগণ উক্ত কর্মসূচী সমূহতে অংশগ্রহণ করে কর্মএলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে মহিলাদেরকে ছোট পরিবার গঠনের জন্য উৎসাহিত করেন।

অনলাইন রিপোর্টিং বাস্তবায়নে ঘাসফুল ও পিসি লিংকের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলারিটি অথরিটি (এমআরএ) নির্দেশনা অনুসারে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে অনলাইন রিপোর্টিং চালুর জন্য উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল ও পিসি লিংক আইটি পল্লীর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান গত ১২ জুলাই মাদারবাড়ীস্থ ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। স্ব-স্ব পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ঘাসফুল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আফতাবুর রহমান জাফরী ও পিসি লিংকের সিইও এম এম মাসুদ আহম্মেদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি ড. মনজুর -উল - আমিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, পিসি লিংকের প্রোগ্রামার ফয়সাল কবির ও আমিনুল আহসান সহ ঘাসফুলের বিভিন্ন বিভাগের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। এই চুক্তির ফলে ঘাসফুলের শাখা কার্যালয় থেকে শুরু করে প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে অনলাইন রিপোর্টিং চালু করা যাবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। *(বাকী অংশ ৭ এর পাতায়)*

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী
সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ
নির্বাহী সম্পাদক
জহিরুল আহসান সুমন
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম। ফোন: ২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স: ২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১১৯৯ ৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org